ব্ল্যাকবোর্ড নয় ফোন, পড়াশোনায় বিনোদনের মিশেল দিতে পরামর্শ

জয় সাহা

অতিমারীকালে স্কুল বার বার খুলেও বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। না-চাইতেও রাজ্যকে ভরসা রাখতে হচ্ছে অনলাইন ক্লাসে। এই পরিস্থিতিতে মোবাইল ফোনের পড়াশোনা আকর্ষক করতে না-পারলে ছাত্রছাত্রীরা মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে। তাই আইআইএম-কলকাতার পরামর্শ, শিক্ষকরা যেন মোবাইলকে ব্ল্যাক বোর্ড না মনে করেন। পড়ুয়াদের আগ্রহ তৈরি করতে এবং বাড়িতে পড়াশোনার সঙ্গে তাদের যুক্ত রাখতে বদলান প্রথাগত লেখাপড়ার ধরন। শিক্ষার সঙ্গে মেশাতে হবে বিনোদন। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় এডুটেইনমেন্ট।

রাজ্য স্কুলশিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে সম্প্রতি নানা বিষয়ে ১৩০০ স্কুলকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে আইআইএম-কলকাতা। সেখানে স্কুলছুট রোখা এবং বাড়িতেও পড়ুয়াদের পড়াশোনায় মনোনিবেশের জন্য স্কুলশিক্ষক, প্রধান শিক্ষকদের একাধিক প্রস্তাব এবং পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, হোয়াটসঅ্যাপে পড়াশোনা মানেই অঙ্ক কষে বা ইংরেজির ব্যাকরণ খাতা ছবি তুলে পোস্ট করা নয়। শুধু ভয়েজ নোট পাঠালেই হবে না। হোয়াটসঅ্যাপ

প্রস্তাব আইআইএম কর্তৃপক্ষের তরফে

গ্রুপগুলিকে আকর্ষক করে তুলতে হবে।

প্রয়োজনে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টশনে গান, ছবি, কার্টুনের ব্যবহার করতে হবে। গল্প পড়াতে গেলে প্রয়োজনীয় অলংকরণ, ছবি ব্যবহার করতে হবে। প্রশিক্ষণে যোগ দিয়েছিলেন মহারাজা কাশিমবাজার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউশনের প্রধানশিক্ষক কুমকুম দত্ত মুখোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, 'গ্রুপে পরপর স্টাডি মেটিরিয়াল পোস্ট করে গেলেই হবে না। ছাত্রছাত্রীরা যখন খুলে দেখবে, ওদের যাতে ক্লান্তি না-আসে, এমন

শিক্ষার সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে বিনোদন। ইংরেজিতে যাকে বলে এডুটেইনমেন্ট

সব পোস্টই করতে হবে। শিক্ষার সঙ্গে মেশাতে হবে বিনোদন।'

প্রয়োজনে শিক্ষামূলক মোবাইল গেমেও উৎসাহিত করা হয়েছে। সিলেবাস কমিটির চেয়ারপার্সন অভীক মজুমদার জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই অনলাইন পড়াশোনাকে আকর্ষণীয় করে তুলতে গাইডলাইন বা পুস্তিকা প্রকাশের আলোচনা হয়েছে।

আইআইএমের অধ্যাপকদের প্রস্তাব, স্কুলবাড়িটাকেও আকর্ষক করে তুলতে হবে। পার্ক ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক সুপ্রিয় পাঁজা বলেন, 'ভবনের ইট-কাঠের দেওয়ালগুলোকে বইয়ের পাতায় পরিণত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।'

এ সবের জন্য শুধু সরকারি তহবিলের দিকে না-তাকিয়ে বৃহত্তর নাগরিক সমাজ, প্রাক্তনী, পাড়া কমিটি, ক্লাব বা জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থার সিএসআরের জন্যও আবেদন করতে বলা হয়েছে। রাজ্য শিক্ষা কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারপার্সন সমীর ব্রহ্মচারী আইআইএমের প্রস্তাবগুলিকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, 'শিক্ষাকে আর শুধু প্রথাগত ভাবে দেখলে চলবে না। ক্যাম্পাসকে এমন করে সাজাতে হবে যাতে পড়ুয়ারা স্কুলে আসার জন্য মুখিয়ে থাকে।'

তবে অনেকেরই বক্তব্য, বহু পড়ুয়ার কাছে এখনও মোবাইল বা ডেটা রিচার্জের সামর্থ্য নেই। সে ক্ষেত্রে আইআইএমের প্রস্তাব, সরাসরি দেখা করতে পারলে ভালো, নাহলে শিক্ষকরা সপ্তাহে অন্তত একদিন ফোন করুন পড়ুয়াদের। এতে নিজেদের 'গুরুত্ব' রয়েছে, এমন অনুভূতির পাশাপাশি এখনও যে সেই পড়ুয়া স্কুলেরই একজন, তা-ও বোধ হবে।